১৯২৭ সালের বিহারের সারণ জেলার শিবপুর গ্রামে জন্ম। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হতে হিন্দী এবং সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করেন। এর পাশাপাশি সাহিত্যাচার্য, ব্যাকরণশাস্ত্রী এবং বেদান্তশাস্ত্রী ডিগ্রী লাভ করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভাষাতত্ত্বে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেছেন। দরভংগার কামেশ্বর সিংহ দরভংগা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ছিলেন ১৯৭৪ হতে ১৯৮০ পর্যন্ত । এছাড়াও বারাণসীর সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদ অলঙ্কৃত করেছেন ১৯৮৪-১৯৮৫ পর্যন্ত। কলম্বিয়ার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেনসেলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপকরূপেও কাজ করেছেন। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো ছিলেন । তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলি হল – সন্ধ্যা, পাথেয়শতকম্, সীমা, রয়ীশ, বীণা ইত্যাদি। এছাড়াও বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। বহু সম্মানে বিভূষিত তিনি। যেমন – সাহিত্য অকাদেমী সম্মান, ভারতীয়ভাষা পরিষদ সম্মান, দিল্লী সংস্কৃত অকাদেমী সম্মান, বাচস্পতি পুরস্কার ইত্যাদি। এছাড়া রাষ্ট্রপতি সম্মানেও বিভূষিত।

রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী

'সনাতনকবি' নামে খ্যাত রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর জন্ম মধ্যপ্রদেশের সীহৌরে নাদনের নামক স্থানে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা শ্রীনর্মদাপ্রসাদ দ্বিবেদী, মাতা দ্রুপদকুমারী। তিনি কবি, নাট্যকার এবং বিশিষ্ট সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃতকাব্যশাস্ত্র বিশেষ করে নাট্যশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশ শাসনে অধ্যাপনা কাজ করেন। তারপর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনা কাজ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলি হল –

উত্তরসীতাচরিতম্ (মহাকাব্য)

Scanned with CamScanner

স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্ (মহাকাব্য)
কুমারবিজয়ম্ (মহাকাব্য)
প্রমথঃ (কাব্য)
শ্রীরেবাভদ্রপীঠম্ (কাব্য)
সংস্কৃতহীরকম্ (কাব্য)
শরভঙ্গম্ (কাব্য)
মতান্তরম্ (কাব্য)
শরশয্যা (কাব্য)
অবদানলতিকা (কাব্য)
অমেরিকাবৈভবম্ (কাব্য)
যূথিকা (নাটক)
সপ্তর্ষিকাঙ্গেগ্রসম্ (নাটক)

এছাড়াও তিনি রচনা করেছেন – কাব্যালঙ্কারকারিকা, নাট্যানুশাসনম্, সাহিত্যশারীরকম্ ইত্যাদি। অনেক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। 'নমোনির্বাচনম্' গ্রন্থে সুনিপুণভাবে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিত বর্ণনা করেছেন। 'কালিদাসশব্দানুক্রমকোষ' লিখেছেন। সারস্বত সাধনার নানাবিধ ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। তিনি বহু সম্মানের দ্বারা বিভূষিত হয়েছেন সারাজীবন ধরে। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার, কল্পবল্লী পুরস্কার, বাচস্পতি পুরস্কার, উত্তরপ্রদেশ সংস্কৃত সংস্থান হতে বিশিষ্ট পুরস্কার, বাল্মীকি পুরস্কার এবং মুম্বাই-এর এশিয়াটিক সোসাইটি হতে মহামহোপাধ্যায় ড. পী.ভী.কানে স্বর্ণপদক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন হতে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বেদব্যাস পুরস্কার ইত্যাদি। মহামহোপাধ্যায় রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর সারস্বত সাধনাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। নীচে কিছু সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল –

Scanned with CamScanner

উত্তরসীতাচরিতম –

দশটি সর্গে সমাপ্ত এই মহাকাব্যটি । ৬৯৯ টি পদ্যে সংকলিত। রামের রাজ্যারোহণ হতে সীতার পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত বর্ণনা এতে আছে । সর্গের নামগুলো হতে বিষয়বস্তুর সংকেত পাওয়া যায় – রাষ্ট্রপতিনির্বাচনম্, জানকীকৌলীনম্, জানকীপরিত্যাগঃ, সাকেতপরিত্যাগঃ, কুমারপ্রসবঃ, জানকীমুনিবৃত্তিঃ, বিদ্যাধিগমঃ, কুমারায়োধাম্, মাতৃপ্রত্যভিজ্ঞানম্ এবং সমাধিমাঙ্গল্যম্ । এই কাব্যে সীতার বিশ্ববন্ধুত্বভাবনা, তপস্যা, কৃষিবিবর্ধন এবং যোগের দ্বারা শরীর ত্যাগ ইত্যাদি বর্ণিত । সীতা ঊর্মিলার চিত্রণের মাধ্যমে কবি সাম্প্রতিককালের নারীজাগরণের চিত্র সমুপস্থিত করেছেন । বিষয়বস্তু রামায়ণকেন্দ্রিক হলেও বহু জায়গাতে কবি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন ।

স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্ –

৮০টি সর্গ বিশিষ্ট । এখনো লেখক লিখে চলেছেন । ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাঈ হতে শুরু করে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহনসিংহ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত । এই গ্রন্থে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রকে, দর্শনশাস্ত্রকে এবং কাব্যশাস্ত্রকে কখনো উপমানরূপে আবার কখনো ব্যঙ্গভঙ্গীর দ্বারা তুলে ধরেছেন । রাষ্ট্রবিভাগের যন্ত্রণা, আন্না হাজারের কথা, ভ্রষ্টাচারের কথা, ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা, এমনকি বিশ্ব রাজনীতির নানা বিষয়কে নিয়ে সুললিত ছন্দোবদ্ধ পদ্যে তিনি এই মহাকাব্যটি রচনা করেছেন।

Scanned with CamScanner

কুমারবিজয়মহাকাব্যম্ –

১১টি সর্গে পরিসমাপ্ত। উনার সুযোগ্য পুত্র বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. সদাশিবকুমার দ্বিবেদী এটিকে হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেন। কালিদাসের কুমারসম্ভবমহাকাব্যের কথা মনে আসে। যদিও কালিদাস আটটি সর্গে রচনা করে কুমার অর্থাৎ ভগবান কার্তিকের জন্মমাত্র সঙ্কল্প করে এই কাব্যের নাম দিয়েছিলেন কিন্তু নবম সর্গ হতে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত বিবরণ পরে সংযোজিত হয়েছে বলে সমীক্ষকরা মনে করেন। এই মহাকাব্যের ১১টি সর্গের নাম হল যথাক্রমে – তারকশক্তিপ্রভাবঃ, কার্ত্তিকেয়াগ্নিরূপঃ, অগ্নিমূর্ত্তিস্তুতিঃ, পরমানমুর্ত্তিসমুদ্রেকঃ, ব্যোমমূর্ত্তিস্তুতিঃ, চিদীশ্বরস্তুতিঃ, তারকবিলয়ঃ, কুমারাভিনন্দনঃ, শিবোপস্থানঃ, ব্রহ্মদেবস্মিতিঃ এবং শান্তিলাভঃ। গ্রন্থমধ্যে কবি নিজের আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কুমারসম্ভবের উত্তরার্দ্ধ হিসাবে কবি এই কাব্য রচনা করেছেন।

যূথিকা –

লেখক এই নাটকটি শেকসপীয়রের রোমিয়ো জুলিয়ট নাটককে আশ্রয় করে রচনা করেছেন। এতে চারটি অঙ্ক আছে। এতে নায়িকা যূথিকা নাম্নী পরিপক্ক যৌবনা কন্যা এবং নায়ক হর্ষ।

সপ্তর্ষিকাঙ্গেগ্রসম –

১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি দশটি অঙ্কে এই নাটকটি লিখেছিলেন কিন্তু ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। এটি সমবকাররূপে পরিগণিত। ১৯৭৭ সালে ভারতের লোকসভার ঐতিহাসিক নির্বাচন হয়েছিল । এই নির্বাচনে ভারতরাষ্ট্রের স্বাধীনতার মূল কংগ্রেস নামক প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক দল পরাজিত

Scanned with CamScanner

হয়। ভারতীয় রাজনীতিতে ৯০ বছরের প্রাচীন কংগ্রেস দলের প্রথম পরাজয় হয় ভারতীয় রাজনীতিতে। এই নাটকে দুইজন পুরুষ জানুক ও সুন্দরক। একজন প্রশ্ন উত্থাপন করছে আর অপরজন বিস্তারিতভাবে উত্তর দিচ্ছে। কবি সকলের অবগতির জন্য বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণ সামাজিক, শৈক্ষনিক, সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক পরিদৃশ্য বর্ণনা করেছেন এই নাটকে। নাটকের মধ্যে নাট্যকার সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্র বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। পাশাপাশি এই নাটকে সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন।

ত্রিপাদী –

এটি একটি গল্প। তিন চাকার রিক্সাচালক এবং জনৈক অধ্যাপকের মধ্যে কথোপকথনকে কেন্দ্র করে লেখক গল্পটি লিখেছেন। অধ্যাপকের ভাল ব্যবহার দেখে রিক্সাচালক বলে রোদবৃষ্টিতে ভিজে কষ্ট স্বীকার করে তাকে জীবিকানির্বাহ করতে হয়। কারোও কাছে করুণার পাত্র হতে সে চায় না। কত গরীবছাত্রকে বিনা ভাড়াতে সে রেলস্টেশন হতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছে। সে আরো বলে কথায় আছে সাপ্তপদীন সখা অর্থাৎ যদি কারো সাথে সাত পা একসঙ্গে চলা যায় তাহলেই বন্ধুত্ব হয়। রিকসার তিনটি চাকা, চালকের দুই পা এবং আরোহীর দুই পা মিলিয়ে সাত পা তাকে সবসময় চলতে হয়। অধ্যাপকের সাথে কথাসূত্রে বেরিয়ে আসে একদিন রিকশাচালক বিদ্যার্জনের জন্য শহরে এসেছিল। তারপর শিক্ষালাভ করে জীবিকা হিসাবেই তিন চাকার রিকশাকে বেছে নিয়েছে। সেই থেকে রিকশাচালকটি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার সাথে শ্রমজীবি মানুষের গৌরব বহন করে চলেছে।

কোহয়ম্ –

Scanned with CamScanner

এটি একটি গল্প । আধুনিক সমাজবাদীরা জিজ্ঞাসা করছে যে দেহমাত্রধারী পরিশ্রমের এবং প্রজ্ঞার দ্বারা জীবনযাপন সম্পন্ন করে তার গণনা কোথায় করা হবে ? ধনী না দরিদ্র জনেরা এর উত্তর এখনও পাওয়া যায় না ।

কস্য দোষঃ –

এটিও একটি গল্প । সদ্য বিবাহ সম্পন্না বধূ বিধবা হয়েছে এতে কার দোষ ?

কাব্যালঙ্কারকারিকা –

এটি একটি অভিনব কাব্যশাস্ত্র । যোগশাস্ত্রের সূত্রকে আশ্রয় করে কবি কাব্যলক্ষণবিষয়ে নতুন নতুন সিদ্ধান্তের প্রবর্তন করেছেন বিদ্বানদের বিচারের জন্য ।

নাট্যানুশাসনম –

এটি পঞ্চ উন্মেষ বিশিষ্ট । সেগুলি হল – নাট্যানুশাসনম্, ভরতদর্শনম্, নাট্যশরীরকম্, কলাসমাধিঃ এবং রসভোগঃ । ৪১১ টি কারিকার মাধ্যমে লেখক নাট্যশাস্ত্রবিদ্যার মহতী প্রাক্তন পরম্পরা ব্যাখ্যা করে অনেক নতুন নতুন নাট্যসিদ্ধান্ত প্রবর্তন করেছেন । 'ভরতদর্শনম্' নামক দ্বিতীয় উন্মেষে উজ্জয়িনীর কালিদাসসমারোহে সমুপস্থিত বিদ্বাংস নটরাজ নামে প্রসিদ্ধ ভগবানকে মহাকালরূপে উপাসনা করে নাট্যবিষয়ে জিজ্ঞাসা ইত্যাদি আলোচিত । 'নাট্যশরীরকম্' নামক তৃতীয়োন্মেষে পঞ্চাবস্থা, অর্থপ্রকৃতি, পঞ্চসন্ধি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত । এভাবে নাট্যনৃত্যগীত ইত্যাদি বিষয় এবং রসাস্বাদ বিষয়ে আলোচনা যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম উন্মেষে ।

Scanned with CamScanner

জন্য। স্বামী করপাত্রীর জীবন এবং চরিত্র নিয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করছেন সনাতন কবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী।

জয়েন্দ্রসরস্বতীপাদাবদানকাব্যে ১২৩টি পদ্যে কাঞ্চীধামের জগৎগুরু জয়েন্দ্রসরস্বতীর সর্ববিধ অবদানকে বিষয় করে লেখক বর্ণনা করেছেন।

রত্নস্বরূপাবদানকাব্যে ৩০৭টি শ্লোক আছে। দ্বারকা শারদাপীঠদ্বয়ের স্বামী শ্রীস্বরূপানন্দসরস্বতীর জীবনচরিত, সংস্কৃতের সংরক্ষণের জন্য সনাতন ধর্মের প্রচার এবং প্রসারের জন্য তাঁর অবদান ইত্যাদি এই গ্রন্থে বর্ণিত।

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী যথেষ্ট কৃতিত্বের সাথে সাহিত্য রচনা করেছেন। নানাবিধ সামাজিক বিষয়, রাজনৈতিক বিষয় ও সম-সাময়িক বিষয়কে কেন্দ্র করে সুললিত পদ্যে ব্যঞ্জনাত্মক ভাষায় এবং ছন্দোবদ্ধ প্রয়োগের দ্বারা তিনি আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্বলতম জ্যোতিস্কস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ সেমবাল

১৯৪৪ সালের ৫ই জানুয়ারী উত্তরাঞ্চলের দেবভূমি চমোলীর হ্যূণ গ্রামে জন্ম। পিতা জ্যোতিষ কর্মকাণ্ড এবং তন্ত্রশাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। অনেক সম্মানে বিভূষিত তিনি। দিল্লী সংস্কৃত অকাদেমীর সচিব হিসাবে তিনি কৃতিত্বের সাথে কাজ করেছেন। রাষ্ট্রপতি সম্মানে বিভূষিত। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য – পীযূষম্, ভীমশতকম্, বাগবৈভবম্, প্রিয়দর্শিনীয়ম্, সর্বমঙ্গলাশতকম্ ইত্যাদি।

শ্রীনিবাস রথ

শ্রীনিবাস রথের জন্ম কার্তিক পূর্ণিমায় ১৯৩৩ সালে উড়িষ্যার পুরীতে। পিতা জগন্নাথ শাস্ত্রী একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাছে শ্রীনিবাস ব্যাকরণ এবং

Scanned with CamScanner

সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন। বারাণসীর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় হতে আচার্য এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্যে দীর্ঘদিন রত ছিলেন। উজ্জয়িনীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ছাড়াও কালিদাস সমারোহে মূল আয়োজকের ভূমিকা নেন তিনি। কালিদাস অকাদেমীর নির্দেশক ছিলেন। আকাশবাণী এবং রঙ্গমঞ্চের জন্য সংস্কৃত নাটকের নির্দেশনাও করেছেন। মধ্যপ্রদেশ সাহিত্য পরিষদ্ দ্বারা উরুভঙ্গের হিন্দী নাট্যে রূপান্তরের জন্য রাজশেখর পুরস্কার লাভ করেন। সংস্কৃতে অসাধারণ সেবার জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল –

তদেব গগনং সৈব ধরা

বলদেবচরিতম্

নীচে এগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল –

<u>তদেব গগনং সৈব ধরা</u> –

১৯৯০ সালে দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান এই বইটি প্রকাশ করে। ১৯৯৯ সালে এই গ্রন্থটির জন্য শ্রীনিবাস সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত হন। একচল্লিশটি কবিতার সংকলন এটি। সমাজে মানুষের পরিবর্তনযুক্ত স্বভাব, ব্যবহার বিপর্য্যয়, সদাচারবিমুখতা, নেতাদের স্বার্থপরতা, যুবকদের মনে ব্যাপ্ত নিরাশাবাদ ইত্যাদিকে লেখক নতুন ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি কবির সংবেদনশীলতা এই কাব্যে প্রকাশিত। 'ভারতজননী' শীর্ষক কবিতায় ভারতমাতাকে সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে কবির। বিষয়বস্তুতে নবীনতা ও নব্যকাব্যশৈলী ইত্যাদিতে লেখকের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাব্যের 'উজ্জয়িনী জয়তে' কবিতাতে উজ্জয়িনী নগরীর বর্ণনা পাওয়া যায়। 'রক্ষ তদ্ ভারতম্' কবিতাতে সুন্দরভাবে ভারতের চিত্র

Scanned with CamScanner

অঙ্কন করেছেন লেখক এবং বারবার প্রার্থনা জানিয়েছেন সেই ভারতকে রক্ষা করার জন্য, যে ভারতে ঋগ্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ববেদ রচিত হয়েছিল। যেখানে সংস্কৃতভাষা দেববাণীরূপে সম্মানিতা, যেখানে ক্রৌঞ্চদুঃখে বিগলিত হয়ে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন এবং যেখানে হিমালয়, মন্দাকিনী, বিন্ধ্যপর্বত, নর্মদা, কৃষ্ণা, ভাগীরথী, গোদাবরী প্রবাহিত সেই ভারতকে রক্ষা করার জন্য। ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ভিন্ন, বেশভূষা ভিন্ন তবু লোকতন্ত্রের উদয়ে সবাই এক। সেই ভারতকে রক্ষা করার প্রার্থনা জানিয়েছেন লেখক। 'জয়তি সংস্কৃতভারতী' কবিতাতে সংস্কৃত ভাষার বিশালতার জয় ঘোষণা করেছেন। 'মধ্যপ্রদেশ জয় হে !' কবিতাতে মধ্যপ্রদেশের রত্নগর্ভ বসুন্ধরার বর্ণনা করা হয়েছে।

'আধুনিকে জীবনে' কবিতাতে আধুনিক জীবনকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন। আধুনিক জীবনের সৌন্দর্যদৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে। জীবনে অধুনাতনে, কিং মধুনা, বিজ্ঞাননৌকা, পাহি মুকুন্দং হরে ইত্যাদি গীতির মধ্যে সাম্প্রতিক জীবনে ঘটমান আচারের বিপর্য্যয়, পুরুষার্থ বিপর্য্যয়, সাধারণ জনের প্রভাব ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীরথের গীতিকাব্যগুলিতে সাম্প্রতিক জীবনে পরিদৃশ্যমান দুরন্ত জীবনযাত্রা, নেতৃবর্গের স্বার্থান্ধতা ইত্যাদি চিত্রিত হয়েছে। 'বিজ্ঞাননৌকা' কবিতাতে কবি লিখেছেন সংস্কৃতের উপবনে দূর্বা শুকিয়ে গেছে, এখন ঘর ও অঙ্গনে সবাই ক্যাকটাস লাগায়। মানবসভ্যতা এখন সন্তপ্ত। পৃথিবীতে জীবজগতের রক্ষা এখন সংকটের মধ্যে।

'তদেব গগনং সৈব ধরা' কাব্যসংগ্রহে সংস্কৃতগীতরচনার মাধ্যমে অধুনাতন ভাববোধ এবং পারম্পরিক অভিব্যক্তির এক অনুপম চিন্তন প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় একতা, দেশভক্তি, নবজাগরণ, আধুনিক জীবনের নানা বিচিত্র বর্ণনা এতে পরিলক্ষিত হয়।

Scanned with CamScanner

'বিপত্রিত-জীবন-লতিকা'-তে নবীনতা এবং রহস্যাত্মক অনুভূতি দেখা যায়। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির মধ্যে শ্রী রথ লক্ষ্য করেছিলেন মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক গুরুত্বের অবক্ষয়। সমাজের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রীড়াঙ্গন হতে দূষণ দূর করতে লেখক গীতিকাব্যে বর্ণনার উপর জোর দিয়েছেন।

বলদেবচরিতম্ –

'বলদেবচরিতম্' নামক মহাকাব্যটি 'দূর্বা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। আচার্য বলদেব উপাধ্যায়ের শিষ্য লেখক নিজের গুরু আচার্য বলদেব উপাধ্যায়ের চরিত্রকে আশ্রয় করে এই মহাকাব্যটি রচনা করেছেন। মহাকাব্যের সর্গের নাম হতেই কথাবস্তুর সঙ্কেত নিজে নিজেই পরিস্ফুট হয়। সেগুলি হল –

শ্রীবলদেবাবতারঃ
কর্জনবিজৃম্ভিতম্
বারাণসীনিবর্তনম্
মন্ত্রদৃষ্টিঃ
বর্ষাবিলাসঃ

কবিমনে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রথম থেকে অন্তিম পর্যন্ত দেখা যায়। কাব্যের আরম্ভে শ্রীগণেশকে নমস্কার করেছেন কবি। এই মহাকাব্যে বর্ণনাত্মক প্রসঙ্গ মনোরম। এই মহাকাব্যটি সহৃদয়হৃদয়মনোগ্রাহী।

শ্রী নিবাস রথ ১৯৯৭ সালে ব্যাঙ্গালোরে আয়োজিত দশম বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলনে সংস্কৃত কবি সম্মেলনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০১৪ সালের ১৩ই জুন উজ্জয়িনীতে তাঁর জীবনাবসান হয়।

Scanned with CamScanner

সত্যব্রত শাস্ত্রী

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৯ তারিখে সত্যব্রত শাস্ত্রীর জন্ম। পিতা 'অভিনবপাণিনি' নামে সুবিখ্যাত পণ্ডিত চারুদেব শাস্ত্রী। তিনি পিতার অধীনে অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. এ. পরীক্ষাতে সংস্কৃতে প্রথমশ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন। এরপর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকার্য করে পি.এইচ.ডি. উপাধি লাভ করেছিলেন। সংস্কৃতসাহিত্যের আধুনিক এবং পরম্পরাগত উভয় বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তারপর পুরীস্থিত জগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, পদ্মভূষণ সম্মানের দ্বারা বিভূষিত তিনি। এছাড়াও বহুবিধ পুরস্কারের দ্বারা তিনি সম্মানিত। ২০০৯ সালে জ্ঞানপীঠসম্মানের দ্বারা বিভূষিত হন তিনি। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি হল –

ইন্দিরাগান্ধীচরিতম্
শ্রীরামকীর্তিমহাকাব্যম্
শ্রীবোধিসত্ত্বচরিতম্
শর্মণ্যদেশঃ সুতরাং বিভাতি
থাইদেশবিলাসম্
শ্রীগুরুগোবিন্দসিংহচরিতম্

এছাড়া 'পত্রকাব্যম্' নামে পত্রসঙ্কলন, 'সুভাষিতসাহস্রী' নামে সুভাষিতগ্রন্থ, 'বৃহত্তরং ভারতম্' নামে শতককাব্য প্রভৃতি। বহু গবেষণামূলকগ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভিজিটিং প্রফেসররূপে কাজ করেছেন। ভারতের সাংস্কৃতিক দূতরূপে তাঁকে অভিহিত করা হয়! এখনও তিনি সারস্বতসাধনা করে চলেছেন।

Scanned with CamScanner